



47694 - কসমটেকি সার্জারি করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকেরে কসমটেকি সার্জারি ব্যাপারে জানতে চাই; সটেকি হারাম? বিশেষতঃ যদি এটি মানসিকভাবে আমাকে পরেশোন করে এবং আমার জীবনযাত্রার ওপর নতেবিচক প্রভাব ফলে। তাছাড়া ডাক্তাররোও বলছে যে, এটি প্রয়োজন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কসমটেকি সার্জারি দুইভাগে বিভক্ত:

১। জরুরী কসমটেকি সার্জারি: সটেকি এমন সার্জারি যা কোনে ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়। যে ত্রুটি কোনে রোগের কারণে কথিবা যানবাহন, আগুন ঘটতি বা অন্য কোনে দুর্ঘটনার কারণে। কথিবা সৃষ্টিগিত কোনে ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়; যে ত্রুটি নযিবে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করছে। যমেন অতিরিক্ত আঙুলটিকটে ফলো কথিবা জোড়ালাগা দুটো আঙুলকে জোড়ামুক্ত করা, ইত্যাদি।

এ ধরণের সার্জারি জায়যে। সুন্নাহতে এমন কিছু দলিল এসছে যে এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে:

ক. আরফাজা বনি আসআদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, জাহলৌ যামানায় কুলাবেরে দিনি (জাহলৌ যামানায় যাই দিনি সখোনে যুদ্ধ সংঘটিতি হয়ছিলি) তার নাকটি কাটা পড়ছিলি। তখন তিনি একটি রূপার নাক গ্রহণ করছিলিনে। এতে করে সটেকিতে দুর্গন্ধ হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি স্বর্ণেরে নাক গ্রহণ করার নর্দিশে দনে। [সুনানে তরিমযিহি (১৭৭০), সুনানে আবু দাউদ (৪২৩২) ও সুনানে নাসাঈ (৫১৬১); শাইখ আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' গ্রন্থে (৮২৪) হাদিসটিকি 'হাসান' বলছেন]

খ. আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনছি যে, তিনি সটেন্দরযেরে জন্য চোখেরে ভ্রু-সরুকারনী ও দাঁতকে সরুকারনী নারীদরেরকে লানত করছেন; তথা যারা আল্লাহ্ সৃষ্টিকি পরবির্তন করে।” [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

ইমাম নববী বলেন:



হাদসি উদ্ধৃত: “সতৌন্দর্য্যেরে জন্য দাঁতকে সরুকারনী” এ কথার মর্ম হচ্ছ- সতৌন্দর্য লাভে তারা এটিকিরে। এ কথার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, হারাম হলো: সতৌন্দর্য্যেরে নমিত্তে কৃত কর্মটি। আর যদি চিকিৎসার জন্য কথিবা দাঁতেরে কোন ত্রুটির কারণে এর প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ [সমাপ্ত]

২। শোভাবর্ধক কসমটেকি সার্জারি: এটি হলো সার্জারিকারীর চোখে নিজেরে অবয়বেরে সতৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। যমেন নাককে ছোট করার মাধ্যমে সতৌন্দর্যবর্ধন কথিবা স্তনদ্বয়কে ছোটকরণ কথিবা বড়করণেরে মাধ্যমে সতৌন্দর্যবর্ধন। অনুরূপভাবে ফসেলফিট সার্জারিকারি, ইত্যাদি।

এ ধরণেরে সার্জারির আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন কারণ নাই। বরং এতে সর্বোচ্চ যা রয়েছে তা হলো আল্লাহর সৃষ্টিকে বিনষ্ট করা এবং মানুষেরে কুপ্রবৃত্তি ও খয়োলখুশিমতো এতে অনর্থক পরবির্তন করা। এ কারণে এটি হারাম; যা করা নাজায়যে। যহেতে এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিনষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তঁর পরবির্ততে তারা দবৌরই পূজা করে এবং বদিরোহী শয়তানরেই পূজা করে; আল্লাহ যাকে লানত করছেন এবং যবে বলে: আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদেরে একটি নরিদশিট অংশকে আমার অনুসারী করে নবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, অবশ্যই তাদেরে হৃদয়ে মথিযা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নরিদশে দবে; ফলে তারা পশুর কান ছদির করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নরিদশে দবে, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিনষ্ট করবে।” [সূরা নসি, আয়াত: ১১৭-১১৯]

আরও জানতে পড়ুন: শাইখ মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানক্বতিরি রচিত “আহকামুল জরিহাত আত-তবিযিয়া”।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: কসমটেকি সার্জারিকারি সম্পর্কে এবং এই জ্ঞান শিক্ষা করা সম্পর্কে? জবাবে তিনি বলেন: কসমটেকি সার্জারি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যবে সার্জারি কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ঘটতি ত্রুটি দূর করে। এতে কোন অসুবিধা নাই, গুনাহ নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ ব্যক্তিকে একটি স্বরণেরে নাক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন; যার নাকটি যুদ্ধকালে কাটা পড়ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার: যবে সার্জারি অতিরিক্ত, যটেকি কোন ত্রুটি দূর করার জন্য নয়; বরং সতৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য। এটি হারাম, নাজায়যে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীদেরকে লানত করছেন যবে ভ্রু প্লাক করে, যার ভ্রু প্লাক করা হয়, যবে পরচুলা লাগানোর কাজ করে, যাকে পরচুলা লাগানো হয়, যবে উল্কি অঙ্কনের কাজ করে এবং যাকে উল্কি করানো হয়। যহেতে এগুলো কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয় না; বলাসী সতৌন্দর্যবর্ধনে করা হয়।

পক্ষান্তরে যবে ছাত্রেরে পাঠ্য সলিবোসে কসমটেকি সার্জারি সাবজেক্ট রয়েছে; সেই সাবজেক্টটি পড়ায় তার গুনাহ হবে না। কিন্তু হারাম অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে সবে এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করবে না। বরং কটে তাকে করতে বললে সবে তাকে এটি



বর্জন করার উপদশে দবিবে। যহেতে এটি হারাম। হতে পারে উপদশেটি যদি কোন ডাক্তারের মুখ থেকে আসে তাহলে সটে
মানুষের মনে বেশে দাগ কাটবে। [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/৪১২)]

উত্তরে সারাংশ:

যদি নাকরে মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে কিংবা কোন বকিত থাকে এবং এই সার্জারির মাধ্যমে সেই ত্রুটিটি দূর করা উদ্দেশ্য হয়
তাহলে এতে কোন আপত্তি নাই।

আর যদি নিছিক সৌন্দর্যবর্ধনরে জন্য হয় তাহলে এই সার্জারি করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।